দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

26

সমস্যাগ্রস্ত মাদ্রাসা শিক্ষা

আবুসাইদ মুঃ মাহফুজ

এদেশের মাদ্রাসাসমূহের অজস্র সমস্যা বহু পুরানো। এক সময় এ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহেলিত এবং উপেক্ষিত ছিল। মাদ্রাসায় ফাজিল পাস ছাত্ররা এক সময় এসএসসি, সমমান পেত। মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলন এবং দাবীতে আজ দাখিলকে এসএসসি এবং আলিমকে এইচএসসি সমমান দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে গতিধারায় ফাজিলকে কোন মানই দেয়া হচ্ছে না। একজন ফাজিল পাস ছাত্র না পাচ্ছে ডিগ্রী মান আর শিক্ষা বিরতি বা ব্রেক অব স্টাডির কারণে না পাচ্ছে এইচএসসির সঠিক মান। তাই স্বভাবতই মাদ্রাসাগুলো আজ খালি হয়ে যাচ্ছে।, আলিম পাস করেই মাদ্রাসা ছাত্ররা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা এ মুহূর্তে বস্তুত একটা মৌলিক সমস্যা। মাদ্রাসা শিক্ষায় এ সমস্যা জিইয়ে রাখা প্রকারান্তরে মাদ্রাসাগুলোকে খালি করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া।

মাদ্রাসা শিক্ষার অন্য আরেকটি সূক্ষ্ম অথচ মৌলিক সমস্যা হলো, আজ মাদ্রাসাগুলো মাদ্রাসা হিসেবে নেই কিংবা থাকছে না। একটা বিষয়ে অনেকেই বুঝতে ভুল করছেন, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদানের দাবী করার অর্থ কোন ক্রমেই এটা নয় যে, মাদ্রাসাসমূহে ডিগ্রী বা মাস্টার্স ডিগ্রীর সকল বই পড়িয়েই ডিগ্রী বা মাস্টার্স-এর মান দিতে হবে। এটা একটা খোঁড়া অজুহাত মাত্র। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী শিক্ষা বিশারদদের বক্তব্য স্পষ্ট। মাদ্রাসাগুলোকে মাদ্রাসা রেখেই মান দিতে হবে। একেবারেই নির্দিষ্ট কিছু বই পড়েই কোন শ্রেণীর মান পেতে হবে এমন যুক্তি নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ডিগ্রীতে সিলেবাসের পার্থক্য স্পষ্ট। বাংলা অনার্স, ইংরেজী অনার্স, আরবী অনার্স, কৃষিতে স্নাতক এবং প্রকৌশলের স্নাতকে সিলেবাসের পার্থক্য আকাশ পাতাল, অথচ এগুলো সবই স্নাতক মান পায়। তাই মাদ্রাসার ছাত্ররা মাদ্রাসা সিলেবাস পড়েই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমান পেতে পারে। স্কুল কলেজের সিলেবাস পড়েই সমমান পেতে হবে এমন কথা অযৌক্তিক।

একথা দ্বারা এটা বোঝার কোন কারণ নেই যে, মাদ্রাসার ছাত্ররা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে পিছিয়ে থাকবে। কিন্তু সাথে সাথে এটাও সত্য যে, একজন মানুষ (প্রকারান্তরে মাদ্রাসা ছাত্র) পৃথিবীর সকল জ্ঞান অর্জন করতে হবে এমন যুক্তি ভুল। একজন মাদ্রাসা ছাত্রকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী করতে যাঁরা ব্যস্ত তাঁরা কি কখনো একজন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে ইসলামের এবং কোরআন হাদীসের জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন?

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্য একটি বিশেষ সমস্যা হলো মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই মানুষ উন্নত হয়। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই।

মাদ্রাসা শিক্ষার অন্য একটি প্রধানতম সমস্যা মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আলাদা কোন ডাইরেক্টরেট বোর্ড। দেশের হাজার হাজার মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আলাদা মাদ্রাসা শিক্ষা ডাইরেক্টরেট একান্ত প্রয়োজন।

দেশে প্রায় ৩৯ হাজার সরকারী স্কুল কলেজ রয়েছে অথচ সরকারী মাদ্রাসা আছে দেশে মাত্র ৩টি। এক্ষেত্রে সরকারী স্কুল কলেজ এবং মাদ্রাসার অনুপাত দাঁড়ায় ১৩,০০০:১।

সরকার এ বছর দেশের প্রতি থানায় কলেজ এবং বালিকা বিদ্যালয় সরকারীকরণের পরিকল্পনা নিয়েছেন অথচ সারা দেশে একটি মাদ্রাসাও সরকারীকরণের কোন ইচ্ছার কথা সরকার ঘোষণা দেননি।

এদেশে দ্বীনী শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আন্তরিক ছিল। ১৯৭৮ সালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউশনে জমিয়াতুল মোদার্রেসীনের এক সম্মেলনে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়নের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বর্তমান নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত ৯৫% মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার যথাযথ মূল্যায়ন করা।